সমকাল

27 OCT 2013

উৎকণ্ঠায় চার কোটি শিক্ষার্থী

■ সাব্বির নেওয়াজ, ঢাকা/শিমু দে, চট্টগ্রাম ব্যুরো

রাজনৈতিক অস্থিরতা আর হরতালে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের। এ দুটি স্তরে পড়ুয়া পৌনে চার কোটি ছাত্রছাত্রীর দিন কাটছে এখন চরম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায়। ঈদ ও পূজার ছুটির পর সবেমাত্র স্কুল খুলতে শুরু হয়েছে। এরই মাঝে টানা তিন দিনের হরতালের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে সব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। আর মাত্র আট দিন পর শুরু হতে যাচ্ছে সারাদেশে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) ও জেডিসি (জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা। প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী এতে অংশ নেবে। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

- হরতালে বিপর্যয়ের মুখে শিক্ষা ব্যবস্থা
- জেএসসি ও পিএসসি পরীক্ষা শুরু ৪ ও ২০ নভেম্বর
- সব স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু মধ্য নভেম্বরে

উৎকণ্ঠায় চার

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

স্কুলগুলোতে চলছে এসব শিক্ষার্থীর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলপ্রধানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বর্তমানে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের (২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী) নির্বাচনী পরীক্ষা চলছে। এ ছাড়া দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা পঞ্চম শ্রেণীর 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী'র (পিএসসি) আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। আগামী মাসের মাঝামাঝি থেকে সারাদেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর কথা রয়েছে। সিলেবাস দ্রুত শেষ করতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই মরিয়া। অথচ টানা হরতালে স্কুল থাকছে বন্ধ। আবার স্কুল খোলা থাকলেও রাজনৈতিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা সন্তানদের সেখানে পাঠাতেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সব মিলিয়ে স্কুল শিক্ষার্থীরাই চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার সবচেয়ে বড় শিকার হতে যাচ্ছে।

বর্তমানে দেশের প্রাথমিক স্তরে স্কুল শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ। আর প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল এবং এসএসসি ভোকেশনাল মিলিয়ে মোট শিক্ষার্থী ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন। রাজনৈতিক দলগুলো চলমান পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় গভীর উৎকণ্ঠায় আছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকরাও। শিক্ষকদের টেনশন পরীক্ষা নিয়ে। শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন সিলেবাস শেষ করা নিয়ে। আর অভিভাবকরা চিন্তিত সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে। জানা গেছে, ঈদের ছুটি শেষে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে চলতি সপ্তাহে। আগামী ১৫ দিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সিলেবাস শেষ করে আগামী মাসের মাঝামাঝিতে শুরু করবে বার্ষিক পরীক্ষা। নভেম্বরের ভেতরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার কথা। কোনো কারণে টানা হরতাল হলে পূর্বনির্ধারিত এসব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। বছরের শেষ সময় হওয়ায় এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিকল্প সময়ে ক্লাস কিংবা পরীক্ষা নেওয়াও কঠিন হবে।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পীযূষ দত্ত বলেন, '৪ নভেম্বর থেকে জেএসসি পরীক্ষা শুরু। এ ছাড়া রয়েছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা। সামনে আছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক পরীক্ষাও। এ সময় দেশে রাজনৈতিক সংকটে বাধাগ্রস্ত হবে শিক্ষা কার্যক্রম। গতবার এমন রাজনৈতিক অস্থিরতায় পরীক্ষা দিতে গিয়ে খারাপ হয়েছিল এইচএসসির ফলাফল।' একই বিষয়ে চট্টগ্রাম ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। দুটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই শুরু হয়েছে দুর্গাপূজা ও ঈদের ছুটি। রোববার থেকে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা পরবর্তী পরীক্ষাগুলো; কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।'

একই প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাসরিন সুলতানা বলেন, 'রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যদি সিলেবাস শেষ না হয়, তবে হয়তো বিকল্প সময়ে ক্লাস নিয়ে সিলেবাস শেষ করতে হবে শিক্ষকদের। একইভাবে পিএসসি পরীক্ষার সময় কোনো সমস্যা হলে তার বিকল্প নির্ধারণ করতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।'

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'আমরা কেন বিকল্প ভাবব? যারা ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মসূচি দেন, তারা বিকল্প ভাববেন।' তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। হরতাল দিয়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে ধ্বংস করে দিয়ে কোনো রাজনীতি হতে পারে না।'